ত্রৈমাসিক

# সমবায় বার্তা

Co-operative News Letter

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

মার্চ ২০১৬

# শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠায় সমবায়ের বিকল্প নেই

**খন্দকার মোশাররফ হোসেন** এমপি, মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি বলেছেন, শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠায় সমবায়ের বিকল্প নেই। এজন্য সমবায়ীদের আত্মনির্ভরশীর হতে হবে। তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হবে। যাতে তারা বিনিয়োগের জন্য সুবিধা পায়। গত ৭ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এম এ কাদের সরকার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি শেখ নাদির হোসেন লিপু অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এবং সমবায়ীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সমবায় অঙ্গনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ১০টি ক্যাটাগরীতে সমবায়ী ও সমবায় সমিতিকে 'জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৩' প্রদান করা হয়।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য 'সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন' বিষয়ে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান অতিথি মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি এবং প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ এর নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী মানিক মিয়া এভিনিউ হতে শুরু হয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এসে শেষ হয়। পরে সম্মেলন কেন্দ্র চত্বরে প্রধান অতিথি জাতীয় পতাকা এবং প্রতিমন্ত্রী 'সমবায়' পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানে দিবসের প্রতিপাদ্য 'সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন' বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এম এ কাদের সরকার বলেন, দ্য ভয়েস অব দি

## ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৫ অনুষ্ঠানের চিত্র

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ে ভাষণ দিচ্ছেন বিশেষ অতিথি প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ এমপি

সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য 'সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন' বিষয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এম এ কাদের সরকার

সমবায় দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মোঃ মফিজুল ইসলাম

৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

পিপল ইজ দি ভয়েস অব গড-এ বার্তাই সমবায়ের চালিকা শক্তি।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন আরও বলেন, পুঁজির অভাবে দেশের সমবায় সমিতিগুলোর কার্যক্রম চালাতে যেন সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় সেজন্য সমবায় ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা হবে। মন্ত্রী বলেন, সমবায় সমিতিগুলো সহজ শর্তে হয়রানি ছাড়াই যেন ঋণ সুবিধা পায় সেজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক গঠন করেছেন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ বলেন সমবায় নিয়ে আমাদের অনেক কাজ করার আছে। সমবায়কে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে পদক্ষেপ নেয়া হবে।

অনুষ্ঠানে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক বলেন, সমবায় সমিতিগুলো সঠিক বিনিয়োগের অভাবে টিকে থাকতে পারছে না। বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির গুরুত্বকে মেনে নিয়ে সমবায়ী উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন ও তা বিপণনের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলোকে সহায়তা প্রদানের জন্য সমবায় অধিদপ্তর ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৩ বিতরণ অনুষ্ঠানে ১০ সমবায়ী ও সমবায় প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৩ প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন পাবনার আমিরুল ইসলাম, কুমিল্লার এসএম তোফায়েল আহম্মদ, মেহেরপুরের খুদিরাম হালদার, ঢাকার মিরপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধা আমীর হোসেন মোল্লা, কক্সবাজারের রামু উপজেলার সোনাইছড়ি খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি, বরিশালের নলচিড়া কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড, গোপালগঞ্জের দক্ষিণ জলিরপাড় দোলনচাঁপা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড, নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলা মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেড, দিনাজপুরের ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, সিলেট বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেড।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতির বাণী সম্বলিত ক্রোড়পত্র জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশ এবং সমবায় পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় খবর প্রচারিত হয়।

## জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কর্তৃক নরসিংদী আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটের অবকাঠামোর উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নরসিংদী এর অবকাঠামোর উদ্বোধন করেন

৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের র‍্যালীতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি এবং প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ এমপি

৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলন করছেন যথাক্রমে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি এবং প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ এমপি

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র চত্বরে বেলুন উড়িয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে সমবায় পণ্য মেলা পরিদর্শন করছেন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৩ গ্রহণ করছেন একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত সমবায়ী

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৩ প্রাপ্ত সমবায়ী ও সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি

## সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর থাইল্যান্ড সফর

সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মো. মফিজুল ইসলাম-এর নেতৃত্বে কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদল থাইল্যান্ড সফর করে। রাজকীয় থাইল্যান্ড সরকারের Cooperative Promotion Department এর মহাপরিচালক সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালককে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম

বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের র‍্যালী

মঞ্চে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসে আলোচনা সভার প্রধান অতিথি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপিসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা

বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বরিশাল

বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, বরিশাল কর্তৃক আয়োজিত ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের র‍্যালী

বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের র‍্যালী

বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, সিলেট কর্তৃক আয়োজিত ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের র‍্যালী

বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, খুলনা কর্তৃক আয়োজিত ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের র‍্যালী

বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, রংপুরে অনুষ্ঠিত ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় কমিশনার মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত ও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদ প্রশাসক মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ৪৪তম মহান বিজয় দিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ

## সমবায় কর্মকর্তাকে সেরা উদ্যোগ স্বীকৃতি স্মারক প্রদান

‘সমিতি নিবন্ধন সহজীকরণ ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠন’ শীর্ষক উদ্ভাবনী উদ্যোগটি, ২০১৫ সালের সেরা উদ্যোগ বিবেচিত হওয়ায় পঞ্চগড় সদর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মোঃ মামুন কবীরকে স্বীকৃতি স্মারক প্রদান করা হয়েছে। ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে জেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে সেরা উদ্যোক্তাকে স্বীকৃতি স্মারক তুলে দেন সুরাইয়া বেগম, এনডিসি, সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ নাইমুজ্জামান মুক্তা, পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন ও অতিরিক্ত জেলা প্রসাশক (সার্বিক) মাহামুদুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহাম্মদ গোলাম আজম, এনডিসি বিকাশ বিশ্বাসসহ পঞ্চগড় জেলার সকল সরকারী বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। পঞ্চগড় সদর উপজেলার কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে শুরু করে অধিকার আদায় এবং টেকসই সমবায় সমিতি গঠণে ব্যাপক সফলতা অর্জন করায় উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মোঃ মামুন কবীরের অবদান স্মরণীয় বলে জানানো হয়।

# মিল্কভিটার বিশেষ সাধারণ সভা-২০১৫ অনুষ্ঠিত

১৪ নভেম্বর, ২০১৫ শনিবার সকাল ১০টায় মিল্কভিটার প্রধান কার্যালয়, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকায় এ প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ সাধারণ সভা-২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি প্রধান অতিথি, প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মোঃ মফিজুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় মিল্কভিটার চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু সভাপতিত্ব করেন। সভাটি তিনটি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সমবায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় বক্তব্য রাখেন এবং শ্রেষ্ঠ সমবায়ী ও শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতিকে পুরস্কার প্রদান করেন। দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন দুগ্ধ এলাকা থেকে আগত ১০ জন সমবায়ী বক্তব্য পেশ করেন এবং প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির মনোনীত প্রায় ১২০০ জন সদস্য ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ৪৫৪.৪৫ কোটি টাকার সম্পুরক বাজেট ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৬০৭.৪৩ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট পাস করেন। সভার প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১১.৮৩ কোটি টাকা, ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১৬.৭৭ কোটি টাকা, ৫.৯৪ কোটি টাকা নীট মুনাফা হয়েছে। এছাড়া সভায় সমবায় সমিতি আইন ২০০১, সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩ এর ৮(১)(খ) ও (গ) ধারার সাথে সংগতি রেখে মিল্কভিটার সংশোধিত উপ-আইন অনুমোদন করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ড. সাজ্জাদ হায়দার, শেখ আব্দুল হামিদ লাবলু, মোঃ নাজিম উদ্দিন হায়দার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। তৃতীয় পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

# অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৬ এ সমবায় অধিদপ্তরের স্টল

বর্তমান বিশ্বে সমবায় কার্যক্রম অত্যন্ত ফলপ্রসু ও কার্যকর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে স্বীকৃত ও সমাদৃত। সমবায় অধিদপ্তর দেশের আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সমবায় সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকাশনা, সমবায়ীদের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড বিষয়ক বই-পুস্তক, ব্রুশিয়র, বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও সমবায় কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন প্রকাশনা রয়েছে। সমবায়ের এসব কার্যক্রম জন-মানুষকে অবহিতকরণের জন্য সমবায় অধিদপ্তর অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৬ এ অংশগ্রহণ করেছে (স্টল নং-৩৪)। অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৬ এ সমবায় অধিদপ্তরের বুক স্টলে সমবায়ী ও আগ্রহীদের সমবায় সম্পর্কে জানার সুযোগ রয়েছে। সমবায়ী ও পাঠকেরা সমবায়ের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে সমবায়ীদেরকে উৎসাহিত ও সমর্থন জানানোর লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের বুক স্টল ঘুরে দেখেন।

# আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় সমবায় পণ্যের ষ্টল

২১তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৬ এ সমবায় অধিদপ্তরের অনুকূলে একটি ষ্টল বরাদ্দ করা হয়। উক্ত ষ্টলে বিভিন্ন সমবায় সমিতির উৎপাদিত ভেজালমুক্ত, গুণগত মানসম্পন্ন, নিরাপদ পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় ও প্রদর্শন করা হয়।

২১তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৬ তে সমবায় অধিদপ্তরের ষ্টল

গত ২২ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের সভা কক্ষে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কিত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৯ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে সম্প্রীতি ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ কর্তৃক জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এসডিজির লক্ষ্যে অর্জনে সমবায়ের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা ও সমবায় বিষয়ক গ্রন্থেও মোড়ক উন্মোচন করা হয়

# সমবায় কর্মকর্তা ও সমবায়ীদের থাইল্যান্ডে এক্সপোজার প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীর অর্থায়নে গত ১৬-২২ আগস্ট ২০১৫ তারিখে সমবায় কর্মকর্তা ও সমবায়ীদের থাইল্যান্ডে এক্সপোজার প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক্সপোজার প্রোগ্রামে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের ১৬ জন সরকারী কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠানের ৪ জন সমবায়ী নেতা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদলটি রাজকীয় থাইল্যান্ড সরকারের Cooperative Promotion Department, Cooperative Auditing Department, ACCU-এর সদর কার্যালয়, FSCT, CULTসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠানসহ থাইল্যান্ডের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করেন।

গত ৬ ও ৭ জানুয়ারী, ২০১৬ সমবায় অধিদপ্তরের তিতাস সম্মেলন কক্ষে দুই দিনব্যাপী নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২৫ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের সভা কক্ষে বাংলাদেশ কোঅপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ এর পক্ষ হতে চেক প্রদান করা হয়।

# “সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন” শীর্ষক সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ অনুষ্ঠিত

গত ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সমবায় অধিদপ্তরে “সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন” শীর্ষক সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সমবায় উদ্যোক্তাসহ অন্যান্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান মতামত সংগ্রহ ; আন্তঃদপ্তর সম্পর্ক উন্নয়ন; ইনোভেটিভ বিনিয়োগ সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা ও সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য করণীয় নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ সম্পর্কিত এ সংলাপ সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও খুলনা থেকে একযোগে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগম এনডিসি বক্তব্য রাখেন। সংলাপে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপদেষ্টা ও সচিব ধীরাজ কুমার নাথ, সাবেক সচিব মিহির কান্তি মজুমদার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এম এ কাদের সরকার এবং সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মো. মফিজুল ইসলাম। সংলাপে বিপুল সংখ্যক সমবায়ী অংশগ্রহণ করে তাদের মতামত তুলে ধরেন। “সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ” বাংলাদেশ টেলিভিশন সরাসরি সম্প্রচার করে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সংলাপে সংযুক্ত পাঁচটি কেন্দ্রে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে স্মরণ করে বলেন যে, সমবায় চেতনায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হলে সমবায়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকাকে আরও গতিশীল এবং সহজে টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন যে, এ ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের চাহিদাকে সামনে রেখে করণীয় সম্পর্কে কর্মপরিকল্পনা তৈরীর জন্য সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপের মাধ্যমে মূল্যবান মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সূচনা বক্তব্যের পর তিনি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবকে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ‘সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন’ শীর্ষক সংলাপ একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বলে সচিব এম এ কাদের সরকার মত প্রকাশ করেন এবং এ আলোচনায় সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেন। অতঃপর মুখ্য সচিব এর আহ্বানে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মো. মফিজুল ইসলাম প্রতিপাদ্যের উপর তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি সমবায়ের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা সৃষ্টির যৌক্তিকতাসমূহ তুলে ধরেন। বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমবায় অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সমবায়ের মাধ্যমে

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পণ্য উৎপাদন, সাপদ্দাই চেইন স্থাপন এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছে মর্মে তিনি জানান। a2i এর সহযোগিতায় উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে সফল পাইলটিং-এর মাধ্যমে উৎপাদনমুখি টেকসই সমবায় সমিতি গঠন করার ফলে এ সাফল্য অর্জন সহজ হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র পরিসরে ই-কমার্সের মাধ্যমে সমবায় পণ্য বিক্রি এবং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সমবায় পণ্য ব্র্যান্ডিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি অবহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, পানি ব্যবস্থাপনা, শিল্পায়ন, অংশিদারিত্ব, বন সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলি সমবায় কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, দৃঢ় সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি ও সুখ, দুঃখকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠায় সমবায় দর্শন কার্যকরি এবং শ্রেষ্ঠ কৌশল বলে তিনি তার বক্তব্যে উলেখ করেন ।

অতঃপর মুখ্য সচিব বিভিন্ন কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারীগণের বক্তব্য উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

## রংপুর কেন্দ্র

রংপুর কেন্দ্রে উপস্থিত বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও, জেলা সমবায় অফিসার, পঞ্চগড় এবং একাধিক সমবায় উদ্যোক্তা তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর তাঁর বিভাগের আওতাধীন কিছু উল্লেখযোগ্য সমবায় সমিতির সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেন এবং বলেন যে, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সমবায় সমিতিগুলো রংপুর বিভাগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

অর্জিত সাফল্যের মধ্যে পঞ্চগড়ের 'কৃষ্টি কৃষি সমবায় সমিতি লি:'-এর ৩ কোটি টাকার তিল রপ্তানি ও ৯০ কোটি টাকার সরবরাহ আদেশ প্রাপ্তি, ঠাকুরগাঁও জেলার 'চন্দ্রমল্লিকা সমবায় সমিতি লি:'-এর উৎপাদিত শতরঞ্জি ও অন্যান্য দ্রব্য বাণিজ্য মেলায় বিক্রি, 'কৃষি কল্যাণ সমবায় সমিতি লি:'-এর ১০,৭৭২ মেট্রিক টন টমেটো উৎপাদন উল্লেখযোগ্য।

## খুলনা কেন্দ্র

খুলনা কেন্দ্রে উপস্থিত 'কল্যাণপুর মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লি:'-এর সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাদের নিজস্ব কোন শো-রুম না থাকায় পণ্য বাজারজাতকরণে সমস্যা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারের সহায়তায় একটি শো-রুম, একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং প্রকল্প সহযোগিতার আবেদন জানান।

সমবায় অধিদপ্তর

চট্টগ্রাম কেন্দ্র

'জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখি সমবায় সমিতি লি:'-এর প্রিন্সিপাল অফিসার তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য যেমন : মাছ ও সবজি বাজারজাতকরণের জন্য সংরক্ষণ, পরিবহন রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় আউটলেট স্থাপনে সরকারি সহায়তা কামনা করেন। 'নবরূপা মহিলা সমবায় সমিতি লি:'-এর সম্পাদিকা তাঁর বক্তব্যে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

## চট্টগ্রাম কেন্দ্র

চট্টগ্রাম কেন্দ্রে উপস্থিত সমবায় উদ্যোক্তাগণের মধ্যে সঞ্চালক 'মাশরুম উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লি:'-এর সভাপতিকে তাদের কার্যক্রম ও উৎপাদিত পণ্যের নমুনা প্রদর্শনের আহ্বান জানান। সভাপতি তার বক্তব্যে জানান যে, তিনি মাশরুমকে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রাম-এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সহায়তায় প্রস্তুতকৃত তাঁর প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সরকারি সহায়তা কামনা করেন। এছাড়া সমবায়ীদের জন্য একটি

তফসিলি ব্যাংক স্থাপনের জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

অতঃপর 'পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায় সমিতি লি:'-এর সম্পাদিকা সমবায়ের মাধ্যমে অবহেলিত মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি এক্ষেত্রে সমবায়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন ও সাফল্যের জন্য প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

## সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা কেন্দ্র

'রূপসী বাংলা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি:'-এর সভাপতি সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু সমস্যা যেমন, ব্র্যান্ডিং, বিজ্ঞাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, বাজারজাতকরণ, যথাযথ প্রশিক্ষণ, আউটলেট স্থাপন ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন।

ঢাকায় অবস্থিত 'প্রেরণা বহুমুখী সমবায় সমিতি লি:'-এর সভানেত্রী বলেন, তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ একটি প্রধান সমস্যা। তিনি সমবায় পণ্য ব্র্যান্ড হিসেবে বিক্রয়ের জন্য ঢাকায় একটি সমবায় সুপার শপ স্থাপন করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

'বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি:'-এর চেয়ারম্যান বলেন বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি: তার নিজস্ব তহবিল হতে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতিতে সরল সুদে সমবায়ীদের প্রকল্প ঋণ প্রদান করছে। তিনি বলেন সমবায় ব্যাংকের কার্যক্রমকে গতিশীল করতে হলে এটাকে অবশ্যই একটি বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য সমবায়ের মাধ্যমে বিক্রয় করার ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ভারপ্রাপ্ত কৃষি সচিব আনোয়ার ফারুক কৃষি মন্ত্রণালয়ের Cooling Van-এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে টমেটোসহ অন্যান্য পচনশীল দ্রব্য ঢাকা ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরে এনে বিক্রয় করার প্রস্তাব করেন। তিনি এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

## বিশেষজ্ঞ প্যানেল

ধীরাজ কুমার নাথ বলেন যে, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে সমবায়কে সরকারের আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। সমবায় প্রতিষ্ঠানের উপর ১৫% ট্যাক্স প্রত্যাহার করতে হবে। কারণ সমবায় সমিতির উপর ট্যাক্স নির্ধারণের ফলে এর উপর সুদূর প্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তিনি সমবায় বীমা চালু করার কথা বলেন।

খুলনা কেন্দ্র

অধ্যাপক ড. এম এম আকাশ তাঁর বক্তব্যে বলেন মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল অর্জনের জন্য বাংলাদেশে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছে তার সাথে আরও প্রয়োজন পরিবেশগত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখা, সামাজিক শান্তি, সন্তোষ ও নিরাপত্তা অব্যাহত রাখা। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বৈষম্য কমিয়ে তিনি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি পুঁজি গঠনের সম্ভাবনা বিষয়ে সকলকে সঞ্চয়ে অভ্যস্ত করতে হবে, ব্যাংকিং স্কীম চালু করতে হবে। 'একটি বাড়ি একটি খামার' এর আদলে যদি সঞ্চয়কে জোরদার করতে হয় তবে শিশু বয়স থেকেই সকলকে সঞ্চয়ে উৎসাহী করতে হবে। সমবায় ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখতে সমবায় উদ্যোক্তা প্রয়োজন। এ জন্য রাষ্ট্রকে সহযোগিতা দিতে হবে। তিনি ভারতের আমুল এবং স্পেনের মন্ড্রাগল-এর উদাহরণ দিয়ে বলেন তারা যদি সমবায়ের মাধ্যমে একটি খাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তবে আমরা কেন পারব না! সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সমবায় হতে হবে Homogenous, থাকতে হবে Proper Leadership, Accountablity ও Transparency।

ড. মিহির কান্তি মজুমদার সমবায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। একই সাথে তিনি সমবায়ের সমস্যাগুলো যেমন পর্যাপ্ত উদ্যোগের অভাব, Technology'র অভাব, Processing এ প্রতিবন্ধকতা, Private Sector-এর বিস্তৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি সমবায় অধিদপ্তরে আলাদা একটি অডিট সেল খোলার প্রস্তাব করেন।

## প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগম সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, পূর্বের তুলনায় সমবায়ের সমস্যা অনেকটা কমেছে। তবে সমবায় সমিতিগুলো Sustain করতে পারছে না। তিনি বলেন সমবায় সমিতিগুলোকে টেকসই করার জন্য সমবায় উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে হবে। সমবায়ীদের পণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহণের সুবিধা তৈরী করতে হবে। তিনি আরও বলেন, সমবায়ের এই অগ্রযাত্রার বিষয়টি শুধু মিডিয়া সংলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আলোচনায় প্রাপ্ত মতামত এবং সুপারিশ বিষয়ে পরবর্তীতে ফলোআপ করতে হবে।

এরপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এম এন জিয়াউল আলম বলেন, উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে যদি প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায় তবে উপযুক্ত সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) কবির বিন আনোয়ার তাঁর বক্তব্যে সমবায় সেক্টরে ই-কমার্স-এর বিস্তৃতির উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ পর্যায়ে মুখ্যসচিব সমবায়ে ই-কমার্স কিভাবে চালু করা যায় সে বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য বিক্রয় ডট কম-

এর প্রতিনিধির বক্তব্য শুনতে চান। বিক্রয় ডট কম-এর প্রতিনিধি বলেন a2i এবং সমবায় অধিদপ্তর একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সমবায়ে ই-কমার্স সেবা চালু করা সম্ভব। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক বলেন সমবায় পণ্যকে ই-কমার্স নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি ওয়েবসাইট (www.sbclbd.org) তৈরী করা হয়েছে, যেখানে দেশের সমবায়ীদের পণ্যের তালিকা রয়েছে এবং এটিকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তরে উপস্থিত Agro-Gold ওয়েবসাইট এর প্রতিনিধি বলেন, আমরা ই-কমার্স-এর মাধ্যমে পঞ্চগড়ে উৎপাদিত তিল রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছি এবং ভবিষ্যতেও সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য আমরা ই-কমার্স-এর মাধ্যমে রপ্তানীতে সহযোগিতা করব।

## মতামত/সিদ্ধান্ড়

মুখ্যসচিব সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে ৫৬৫টি ফেসবুক পেজ খোলার জন্য ধন্যবাদ জানান ও এর মাধ্যমে সমবায়ের উৎপাদনমুখি কার্যক্রম বিষয়ে মতামত অভিজ্ঞতা সকলের সাথে শেয়ার করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি সংলাপে উত্থাপিত এবং বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে মতামত/সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। মতামত/সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

- সমবায়ী পণ্য সংরক্ষণের জন্য হিমাগার তৈরি করা দরকার। হিমাগার তৈরির প্রযুক্তি সমবায়ীদের হস্তান্তর করা প্রয়োজন। সমবায় অধিদপ্তর এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- সমবায়ীদের জন্য দেশীয় ও আন্ড়র্জাতিক বাজারের চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ-এর আয়োজন করা প্রয়োজন। সমবায় অধিদপ্তর এজন্য প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ করে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিবে।
- জেলা পর্যায়ে উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- জয়িতা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সমবায় পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় উদ্ভাবন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা কর্মকর্তা ও সমবায়ীদের জন্য উদ্ভাবন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সমবায় অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সাথে সমন্বয় করে জেলা/বিভাগীয়

রংপুর কেন্দ্র

পর্যায়ে আরো বেশি করে উদ্ভাবন প্রশিক্ষণ আয়োজন করবে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রামের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।
- আন্তর্জাতিক মেলায় সমবায় পণ্য ও উদ্যোক্তা পাঠানোর ব্যবস্থা করা দরকার। পাশাপাশি জেলা পর্যায়ে শোরুম তৈরির ব্যাপারে সহায়তা করা দরকার। সমবায় অধিদপ্তর এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- সমবায়ী পণ্যের উপর ১৫% কর ধার্য হয়েছে যা কমানো বা করমুক্ত করা দরকার। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এনবিআরের সাথে আলাপ করে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- সমবায় ব্যাংককে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- সমবায় পণ্য ইতোমধ্যে ই-কমার্সের মাধ্যমে দেশে ও দেশের বাইরের বাজারে পাঠানো শুরু হয়েছে। এর পরিমাণ আরো বাড়ানো দরকার। সমবায় অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রাম ও ই-কমার্স প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে আগামী মার্চ ২০১৬-এর মধ্যে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করবে।
- সমবায় পণ্যের ব্র্যান্ডিং দরকার। সমবায় অধিদপ্তর সমবায় পণ্যকে 'সমবায়' নামেই ব্র্যান্ডিং শুরু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ী পণ্যের ব্র্যান্ডিং, প্রশিক্ষণ, উদ্ভাবন ও ই-কমার্স, মার্কেটিং নিয়ে প্রণীত পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নে একাধিক মন্ত্রণালয়ের সহায়তা দরকার। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিষয়টি মনিটরিং করবে।
- সমবায় অধিদপ্তর আগামী জুন ২০১৬-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ 'মডেল' সমবায় সমিতি চিহ্নিত বা গড়ে তুলবে।
- মিডিয়া সংলাপে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের উপর সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ একটি সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণপূর্বক তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

সবশেষে মুখ্যসচিব সমবায়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা বেগবান করে ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। সমবায় অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন কেন্দ্রে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বেলারুশে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন

# স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রীর বেলারুশ সফর

সম্প্রতি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন বেলারুশ সফর করেন। সফরকালে তিনি সে দেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার মিখাইল মায়াসনিকোভিচ, কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী লিওনিড জায়াটস ও শিল্পমন্ত্রী ভিতালি ভভকের সঙ্গে তাদের নিজ নিজ দপ্তরে বৈঠক করেন।

এ সব বৈঠকে তারা দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে উভয় দেশের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। বিশেষ করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার কার্যক্রম স্বচ্ছ, গতিশীল ও আধুনিকায়ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় তারা ভবিষ্যতে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্ক জোরদার করা হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। বেলারুশের স্পিকার এবং কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেলারুশে নিযুক্ত বাংলাদেশের অনিবাসী রাষ্ট্রদূত ড. সাইফুল হক ও মন্ত্রীর সফরসঙ্গী স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. আবদুল মালেক, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, মন্ত্রীর একান্ত সচিব মুহাম্মদ ইবরাহিম।

নয়াদিল্লিতে খন্দকার মোশাররফ

# দুগ্ধ উৎপাদনে নিজের পায়ে দাঁড়াবে বাংলাদেশ

খাদ্যে স্বনির্ভর হতে চলার পাশাপাশি দুগ্ধ উৎপাদনেও বাংলাদেশ অচিরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। সম্ভাব্য সেই শ্বেত বিপ্লবের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মডেল হচ্ছে ভারতের 'আমুল'। ভারত সফররত বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ এ কথা বলেন।

পশ্চিম ভারতের গুজরাট রাজ্যের আনন্দ জেলায় ৬৯ বছর আগে যে সমবায় গড়ে উঠেছিল, 'আমুল' নামে আজ তা সারা পৃথিবীর বিস্ময়। ৩৬ লাখ মানুষ, যাঁদের অধিকাংশই একটি-দুটি গরুর মালিক, তাঁরা এই সমবায়ের অংশীদার, যার বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এই 'আমুল'কেই মডেল করে প্রায় তিন

নয়াদিল্লিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন

বছর ধরে বাংলাদেশ সরকার দেশের দুগ্ধ সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করে তুলতে চাইছে। খন্দকার মোশারফের কথায়, 'যা গ্রামীণ বাংলাদেশের ছবিটা অচিরে বদলে দেবে।'

লাইভলিহুড এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের বিশেষ অতিথি হয়ে খন্দকার মোশাররফ নয়াদিল্লি গিয়েছিলেন। সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক ব্র্যাক এবং বাংলাদেশ এই বছরের ফোকাস কান্ট্রি।

এছাড়া খন্দকার মোশাররফ হোসেন গত ১১ ডিসেম্বর সকালে ভারতের গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী চৌধুরী বীরেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন। এ সময় গ্রামীণ জীবন, জীবিকা ও মানবসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে কথা হয়।

সম্পাদনা পরিষদ : উপদেষ্টা : মোঃ মফিজুল ইসলাম, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর; সভাপতি : মোঃ আসাদুজ্জামান, অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)
সদস্য : মোঃ আবু তাহের চৌধুরী, যুগ্ম নিবন্ধক (ইপিপি) ● মোঃ রিয়াজুল কবীর, উপ নিবন্ধক (পিপি) ● মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপ নিবন্ধক (ইপি)
খোন্দকার হুমায়ূন কবীর, সহকারী নিবন্ধক (পিপি) ● রতন এফ. কস্তা, মহাব্যবস্থাপক, কালব; সদস্য সচিব : মোঃ সাইফুল ইসলাম, সম্পাদক

সমবায় অধিদপ্তরের প্রচার ও প্রকাশনা শাখা হতে প্রকাশিত। ফোন : ৯১৪০৮৭৭, ৮১২৯৬৫৪, ৯১০৩৪০৯, ৮১২৭৯৪৩
e-mail: coop_bangladesh@yahoo.com, website: www.coop.gov.bd, ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫